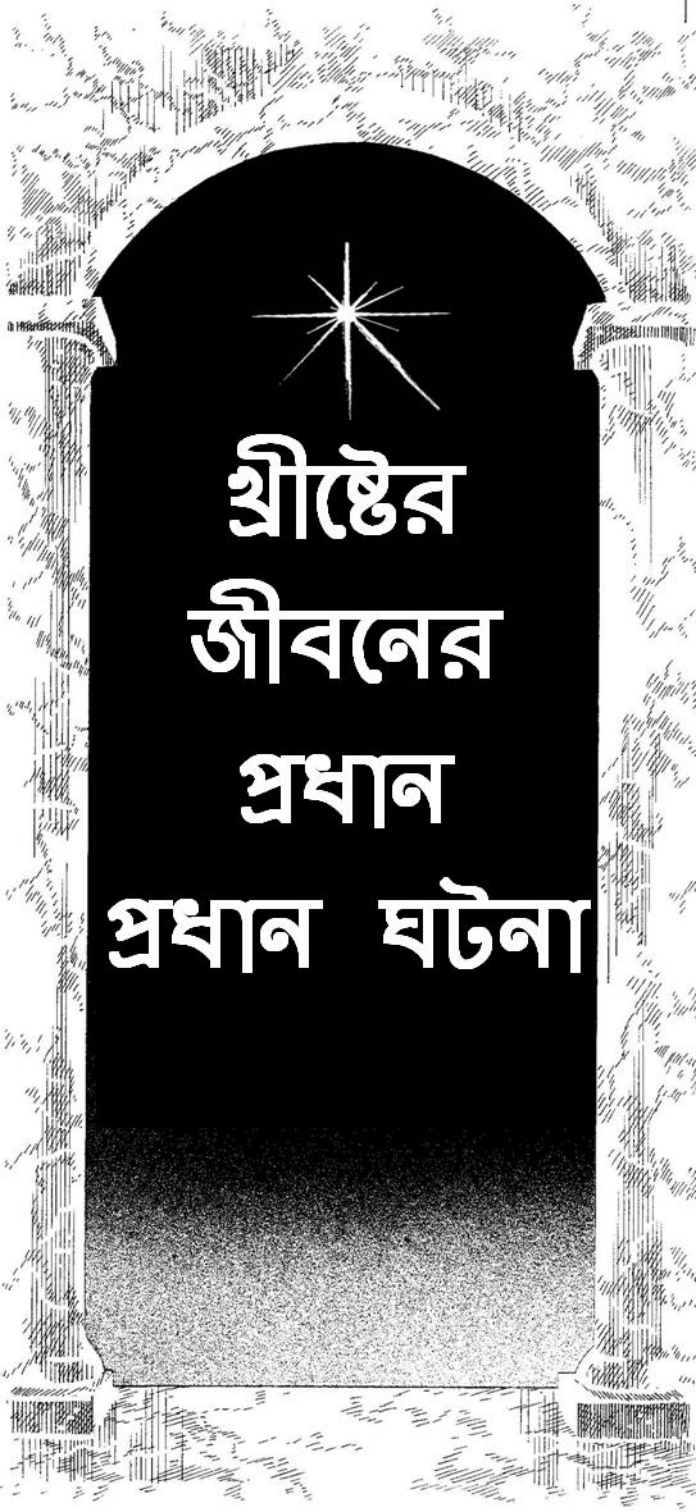
খ্রীষ্টের
জীবনের
প্রধান
প্রধান ঘটনা

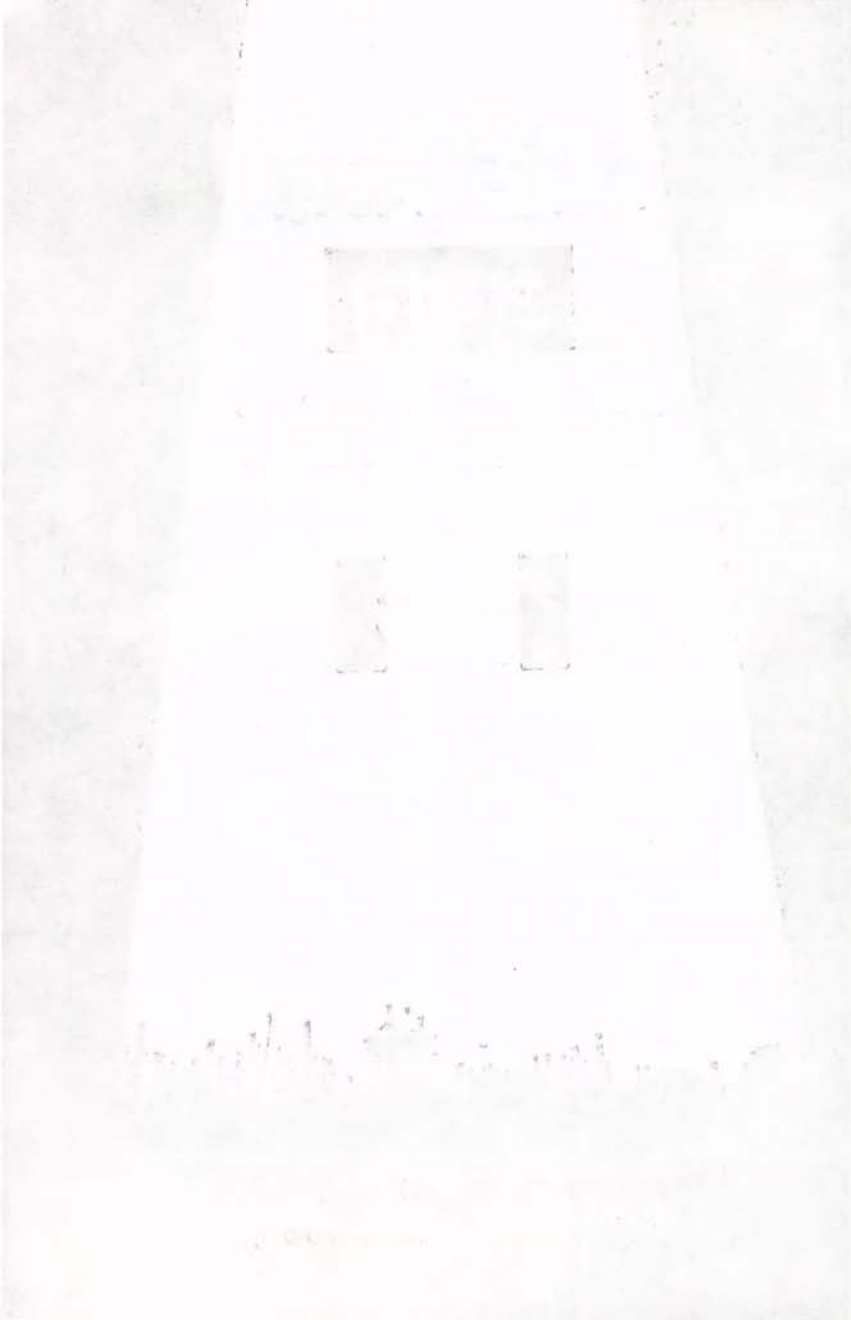

"খ্রীষ্ট জীবনীর কয়েকটি বিশেষ অধ্যায়"

১। যীশু—ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান।

২। যীশু—মহান শিক্ষক।

৩। যীশু—ভাববাদী ও রাজা।

৪। যীশু ক্ষমার শিক্ষা দান করেন।

৫। যীশু আমাদের পরিবর্ত্তে মৃত্যুবরণ করেন।

৬। যীশু পুনরুত্থিত প্রভু।

Calcutta edition 10,000 Copies
© 1991
All Rights Reserved
International Correspondence Institute
Brussels, Belgium

EV 2000 - BN

প্রিয় বন্ধু,

ইণ্টারন্যাশনাল করেসপণ্ডেন্স ইনষ্টিটিউটে আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাই। আমরা খুবই আনন্দিত যে আপনি 'খ্রীষ্ট জীবনীর কয়েকটি বিশেষ অধ্যায়' পাঠ্যক্রমটি পাঠ করতে ইচ্ছুক। আমরা আপনাকে বইটি প্রশ্নপত্রসহ পাঠাচ্ছি।

পাঠগুলি সতর্কতার সহিত পড়ুন এবং প্রশ্নের উত্তর লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আমরা আপনাকে পরীক্ষিত উত্তরপত্রের সঙ্গে পরবর্ত্তী পাঠ পাঠিয়ে দেব।

আমরা কি এখন আপনার কাছে এই সহযোগিতাটুকু পেতে পারি? আমরা আপনার ব্যক্তিগত সাক্ষ্য পেতে চাই। যে কাগজটি আপনাকে দেওয়া হয়েছে অথবা আলাদা কাগজে দয়া করে আপনার ব্যক্তিগত সাক্ষ্য অর্থাৎ এই পাঠ্যক্রম আপনার কাছে কিরূপ অর্থ বহন করেছে তা লিখে জানান। আপনার এই সাক্ষ্য আমাদের কাছে এক আনন্দের উৎস হয়ে উঠবে যদি আমরা জানতে পারি এই পাঠ্যক্রম আপনাকে কিভাবে সাহায্য করেছে।

আমরা যদিও এই পাঠ্যক্রম বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকি তবুও এর জন্য আমাদের প্রচুর খরচ হয়। কোনও কোনও ছাত্র/ছাত্রী তাঁদের দান পাঠিয়ে এই খরচ বহন করতে সাহায্য করে থাকেন, যদি এইরূপ দান আপনার পক্ষে সাধ্য হয় দয়া করে পাঠাতে পারেন।

যদি আপনার কোন আধ্যাত্মিক সাহায্য বা প্রার্থনার দরকার হয় স্বচ্ছন্দে লিখে জানান। অনুগ্রহ করে সর্ব্বদা সকল চিঠিতে নিজের Reg. No. লিখতে ভুলবেন না।

আমরা বিশ্বাস করি আপনি এই পাঠ সম্পূর্ণ করবেন এবং উপকৃত হবেন। ঈশ্বর আপনাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করুন।

আপনার বন্ধু ও শুভার্থী

পরিচালক

১। যীশু ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান

আপনার খুশীমত যে কোন জিনিষ চেয়ে নেবার সুযোগ যদি আপনি কোন দিন পান তবে আপনি কি চাইবেন। হয়ত অনেকে ধন-সম্পদ চাইবেন। অন্য অনেকে হয়ত স্বাস্থ্য, সুখ, সম্প্রীতি ইত্যাদির একটি চাইবেন, যা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না।

শাশ্বত সুখ নিশ্চয় আপনি চাইবেন কিন্তু কে এই সুখ দিতে পারেন? যে সুখের কোন শেষ নেই, সেই সুখ একমাত্র তিনিই দিতে পারেন যিনি আপনাকে অনন্ত জীবন দিতে সমর্থ। তিনি ঈশ্বর, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও তন্মধ্যস্থিত সমুদয় বস্তুর স্রষ্টা।

নিত্য স্থায়ী সুখ বড় সাধারণ জিনিস নয়। আর তা আপনাকে দেবার জন্য ঈশ্বরের আশ্চর্য্য অবদানও অতি মহৎ। তিনি আপনাকে এত প্রেম করেন যে আপনার বন্ধুরূপে তাঁর একজাত পুত্র যীশুকে তিনি জগতে পাঠিয়ে দিলেন। যারা তাঁকে গ্রহণ করে, অনন্ত সুখের অধিকারী তারা হয়। তাই যীশু আপনার জন্য ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান।

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা

এবার আপনি নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন কিভাবে শ্রেষ্ঠ দান পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ঈশ্বর আমাদের নির্দ্দেশ দিয়েছেন তাঁর আশ্চর্য পুস্তক—বাইবেলে। বাইবেলকে আমরা ঈশ্বরের বাক্য বলি কারণ ঈশ্বর নিজে বাইবেলের লেখকগণকে এর বিষয়বস্তু জানিয়েছেন।

যীশুর জন্মের শত শত বৎসর আগে থেকেই ঈশ্বর ভাববাদীগণকে আগামী ঘটনা সম্পর্কে জানিয়ে রেখেছিলেন। ভাববাদীগণ ঈশ্বরের এই সকল বাক্য বা ভাববাণী বাইবেলের প্রথম খণ্ডে লিখে গিয়েছেন। ঈশ্বর তাঁদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি তাঁর পুত্রকে মানুষের মুক্তিদাতা রূপে পাঠাবেন। তাঁরা লিখেছেন :—

* সেই মুক্তিদাতা বৈথলেহমে জন্মাবেন।
* তিনি কুমারীর গর্ভে জন্মাবেন।
* তিনি হবেন দায়ূদ বংশীয়।

স্বর্গদূত ও মরিয়ম

যীশুর জন্মের প্রায় ৬৭৫ বৎসর আগে ভাববাদী যিশাইয় লিখেছিলেন :—

"দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম ইম্মানুয়েল রাখিবে।" যিশাইয় ৭ : ১৪।

ইম্মানুয়েল কথার অর্থ, "আমাদের সহিত ঈশ্বর"। শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হ'ল। আজ থেকে প্রায় ২০০০ বৎসর আগে ঈশ্বর মরিয়ম নাম্নী এক ধার্ম্মিকা কুমারীর কাছে স্বর্গদূত দ্বারা এক বাণী পাঠিয়েছিলেন। মরিয়মের এই অভিজ্ঞতার বিষয়ে লূক নামে এক চিকিৎসক বাইবেলে লিপিবদ্ধ করেছেন :

"পরে ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বরের নিকট হইতে গালীল দেশের নাসরৎ নামক নগরে একটি কুমারীর নিকটে প্রেরিত হইলেন, তিনি দায়ূদ কুলের যোষেফ নামক পুরুষের সহিত বাগদত্তা

হইয়াছিলেন ; সেই কুমারীর নাম মরিয়ম। দূত গৃহ মধ্যে তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন, অয়ি মহানুগৃহীতে, মঙ্গল হউক ; প্রভু তোমার সহবর্ত্তী।

কিন্তু তিনি সেই বাক্যে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, আর মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এ কেমন মঙ্গলবাদ? দূত তাঁহাকে কহিলেন, মরিয়ম, ভয় করিও না, কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকট অনুগ্রহ পাইয়াছ। আর দেখ, তুমি গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম যীশু রাখিবে। তিনি মহান হইবেন, আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে ; আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন ; তিনি যাকোব-কুলের উপর যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না।

তখন মরিয়ম দূতকে কহিলেন ইহা কিরূপে হইবে? আমি তো পুরুষকে জানি না। দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন ; এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে ; এই কারণে যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে। তখন মরিয়ম কহিলেন, দেখুন, আমি প্রভুর দাসী ; আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি ঘটুক ; পরে দূত তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। লুক ১ ঃ ২৬-৩৮

ঈশ্বরকে প্রভু নামে অভিহিত করা হয়। তখন মরিয়ম কি ঘটতে যাচ্ছে সে বিষয়ে কিছু জানতেন না কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বস্ত সেবিকারূপে যে কোন ঘটনার সম্মুখীন হ'তে তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

দূতের মুখে এই বাণী শোনার কিছুকাল পরেই মরিয়ম বুঝলেন যে তাঁর শরীরে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন হচ্ছে। তিনি উপলব্ধি করলেন যে তিনি সন্তানের মা হতে চলেছেন, যে সন্তানের কোন জাগতিক পিতৃ পরিচয় থাকবে না। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মা হবার জন্য তাঁকে মনোনীত করেছেন। মরিয়ম এক কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হ'লেন। কে বিশ্বাস করবে তাঁকে। আসল ঘটনা কে শুনতে চাইবে? এক ধার্ম্মিক পুরুষের কাছে তিনি বাগদত্তা। যোষেফ নামক এই পুরুষটি যখন শুনবেন যে মরিয়ম গর্ভবতী তখন কি ভাববেন তিনি? যদি তিনি মরিয়মকে দোষী ক'রে তাঁর দোষ প্রকাশ করে দেন তবে তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত হ'তে হবে। তিনি কি করবেন?

ইলীশাবেতের প্রতি ঈশ্বরের যে অদ্ভুত কাজ ঘটবে দূতের মুখে মরিয়ম সে সংবাদ পেয়ে ভাবলেন হয়ত তিনি তাঁর সকল কথা বুঝতে পারবেন। এই ভেবে তিনি জ্ঞাতি ইলীশাবেৎ ও তাঁর স্বামী সখরিয়ের বাড়ীতে গিয়ে ৩ মাস থাকলেন।

মরিয়মকে দেখা মাত্রই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হ'য়ে ইলীশাবেৎ বলে উঠলেন, নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্য, এবং ধন্য তোমার জঠরের ফল। আর আমার এমন সৌভাগ্য কোথা হইতে হইল?

মরিয়ম বলিলেন,

"আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরে উল্লসিত হইয়াছে। কারণ তিনি নিজ দাসীর নীচ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, কেননা দেখ, এই অবধি

পুরুষানুক্রমে সকলে আমাকে ধন্য বলিবে। কারণ যিনি পরাক্রমী, তিনি আমার জন্য মহৎ মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। এবং তাঁহার নাম পবিত্র। লূক ১ : ৪১-৪৩, ৪৬-৪৯

এই লাবণ্যময়ী তরুণী ঈশ্বরকে ভালবাসতেন, তাঁর সেবা আরাধনা করতেন। ইনি বুদ্ধিমতী, বিনম্রা, বিশ্বস্তা, বাধ্য, বিনয়ী ও অন্যান্য গুণে বিভূষিতা ছিলেন। মুক্তিদাতার আগমনে, তিনি এক উল্লেখযোগ্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। স্বর্গদূত ও ইলীশাবেৎ উভয়েই মরিয়মকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি যীশু-জননী। কিন্তু তাঁরা মরিয়মের স্তব করেন নি। আমরাও মরিয়মের উপাসনা করি না। মরিয়ম নিজেই ঈশ্বরকে তাঁর মুক্তিদাতা রূপে স্বীকার করেছেন।

স্বর্গদূত ও যোষেফ

মরিয়ম গর্ভবতী একথা জানতে পেরে যোষেফ কি করলেন?

যোষেফের সাথে মরিয়মের বিবাহ স্থিরীকৃত হয়েছিল। যোষেফ কখনও অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতেন না। কিন্তু এ সময়ে যোষেফ মরিয়মের গর্ভের বিষয় প্রকাশ করতে চাইলেন না পাছে তাঁকে হত হ'তে হয়। তৎপরিবর্ত্তে তিনি মরিয়মকে গোপনে ত্যাগ করার মনস্থ করলেন। এই সকল কথা তিনি ভাবছেন এমন সময় এক স্বর্গদূত তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে স্বপ্নে বললেন "যোষেফ, দায়ূদ সন্তান, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে; আর তিনি

পুত্র প্রসব করিবেন, এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু (ত্রাণকর্ত্তা) রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।

"পরে যোষেফ নিদ্রা হইতে উঠিয়া, প্রভুর দূত তাঁহাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন সেইরূপ করিলেন, আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করিলেন, আর যে পর্য্যন্ত ইনি পুত্র প্রসব না করিলেন, সেই পর্য্যন্ত যোষেফ তাঁহার পরিচয় লইলেন না, আর তিনি পুত্রের নাম যীশু রাখিলেন।"

মথি ১ : ১৯-২১, ২৪, ২৫

বৈথলেহমে জাত

সে সময়ে আগস্ত কৈশর এক নিয়ম করলেন যে তাঁর রাজ্যের সকলকে রাজধানীতে এসে নাম লিখিয়ে যেতে হবে। মরিয়ম ও যোষেফ দায়ূদের বংশজাত ছিলেন তাই নাম লিখাবার জন্য তাঁদের বৈৎলেহম দায়ূদের নগরীতে আসতে হয়েছিল। মীখা ভাববাদীর কথা এইভাবে পূর্ণ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে বৈৎলেহমে ত্রাণকর্ত্তার জন্ম হবে। মরিয়মের ও যোষেফের জন্য পান্থশালায় স্থান পাওয়া যায়নি। তাই তাঁরা এক গোশালায় আশ্রয় নিলেন। এখানেই যীশুর জন্ম হ'ল। এক স্বর্গদূত প্রভুর জন্ম সংবাদ নিকটে পালচৌকিতে রত কয়েকজন মেষপালককে দিয়েছিলেন :—

"ভয় করিও না, কেননা দেখ, আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি; সেই আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইবে কারণ অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্ত্তা জন্মিয়াছেন;

তিনি খ্রীষ্ট প্রভু। আর তোমাদের জন্য ইহাই চিহ্ন, তোমরা দেখিতে পাইবে, একটি শিশু কাপড়ে জড়ানো ও যাবপাত্রে শয়ান রহিয়াছে।

পরে হঠাৎ স্বর্গীয় বাহিনীর এক বৃহৎ দল ঐ দূতের সঙ্গী হইয়া ঈশ্বরের স্তব গান করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, উর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে (তাঁহার) প্রীতিপাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি।

লূক ২ ঃ ১০-১৪

মেষপালকেরা যীশুকে খুঁজে পেয়েছিল। তারা মুক্তিদাতাকে যাবপাত্রে আবিষ্কার করেছিল। ঈশ্বরের মহৎ দানের জন্য তারা তাঁর গৌরব করেছিল। কয়েকজন জ্ঞানী লোকও বিভিন্ন দেশ থেকে শিশু যীশুকে দেখতে এসেছিল। পরে দুষ্ট রাজা হেরোদ যীশুকে বধ করার সংকল্প করলে যোষেফ ও মরিয়ম যীশুকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারও পরে তাঁরা নাসারতে গিয়ে বাস করেন এবং যীশু সেখানেই মানুষ হন।

———

২। যীশু মহান শিক্ষক

প্রস্তুতি পর্ব্বের বৎসরসমূহ

গালীল প্রদেশের নাসারৎ নামক নগরে যীশু মানুষ হয়েছিলেন। এখানে প্রায় ১৫০০০ লোকের বাস ছিল। যিরূশালেম থেকে সামুদ্রিক বন্দর সোর ও সীদোনের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য পথের মাঝে নাসারৎ ছিল এক বিশ্রাম নগর। নগরটি নানা প্রকার পাপকার্য্যে পরিপূর্ণ ছিল তাই লোকে বলত, "নাসারৎ হইতে কি উত্তম কিছু নির্গত হইতে পারে?" যীশু এই পাপপূর্ণ অবস্থা লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন যে স্বার্থপরতা, ব্যভিচার, হিংস্রতা, ঈশ্বর-বিরোধীতায় জগৎ পরিপূর্ণ। তিনি উপলব্ধি করলেন যে নরনারী পাপের কাছে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে।

পালক পিতা যোষেফের সাথে ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করার সময়ে তিনি মানুষদের বলতে শুনলেন যে তারা রোমীয় শাসনকর্তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়। যীশু কিন্তু বুঝলেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও আসল সমস্যার সমাধান হবে না। তাদের জন্য প্রকৃত প্রয়োজনীয় বিষয় হ'ল পাপের কবল থেকে তাদের মুক্তি পেতে হবে। এই জন্যই যীশু জগতে এসেছিলেন যে তাদের পাপের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করেন। তাঁর যীশু নামের অর্থই হ'ল মুক্তিদাতা। দূত যোষেফকে বলেছিলেন—"তুমি তাঁহার নাম যীশু রাখবে। কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাঁহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।" মথি ১ঃ২১

যীশু ঈশ্বরের বাক্য বুঝলেন, ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করে নিজ জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হলেন। মাত্র ১২ বৎসর বয়সেই তৎকালীন নামজাদা ব্যবস্থাবেত্তাদের থেকেও বেশী জ্ঞান লাভ করলেন যীশু ঈশ্বরের বাক্যে। যীশু ঈশ্বরের বাক্য ভালবাসতেন, বাক্যের বাধ্য হয়ে চলতেন।

৩০ বৎসর বয়সে যীশু শহরে ও গ্রামে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার জন্য বাসভূমি নাসারৎ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। যোহন বাপ্তাইজক যেখানে প্রচার করছিলেন, ঈশ্বর যীশুকে সেখানে পাঠালেন। যোহন যর্দ্দন নদীতে যীশুকে বাপ্তিস্মিত করেছিলেন।

"পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া অমনি জল হইতে উঠিলেন; আর দেখ তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন। আর দেখ; স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত।" মথি ৩ ঃ ১৬, ১৭

ঈশ্বরের কাজের জন্য অভিষিক্ত

ঈশ্বরের কার্য্যে পবিত্র আত্মা যেন সাহায্য করেন এজন্য পুরাতন নিয়মের যুগে ভাববাদী, পুরোহিত ও রাজগণ তৈল দ্বারা অভিষিক্ত হ'তেন। প্রতিজ্ঞাত ত্রাণকর্ত্তার অপর দুটি নাম হ'ল মসীহ ও খ্রীষ্ট। উভয় নামের অর্থই হ'ল অভিষিক্ত। যিশাইয় ভাববাদী, যীশুর বিষয়ে লিখেছেন ঃ—

"প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য;

তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, বন্দীগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুদান প্রচার করিবার জন্য, উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য, প্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করিবার জন্য।" লূক ৪ ঃ ১৮, ১৯

যিশাইয়ের ভাববাণী যীশুর জীবনে পূর্ণ হয়েছিল। সুসমাচার প্রচার করার জন্য তিনি সর্বত্র গিয়েছিলেন। রোগীকে স্পর্শমাত্র তিনি সুস্থ করেছিলেন। অন্ধ লোক যীশুর প্রসাদে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিল। যীশু যিশাইয়ের ভাববাণী সম্পর্কে বলেছিলেন, "শাস্ত্রের এই বচন আজ পূর্ণ হ'ল।"

গ্রাম্য নারীকে দত্ত যীশুর শিক্ষা

১২ জন লোককে যীশু তাঁর সাহায্যকারীরূপে মনোনীত করেছিলেন। এই ১২ জনকে যীশুর শিষ্য বলা হয়। এঁদের মধ্যে ২ জন মথি ও যোহন যীশুর জীবনী লিখেছেন। শমরীয়া ভ্রমণের বিষয় যোহনের লেখায় পাওয়া যায়।

গালীল থেকে যিরূশালেমে যাবার সহজ পথটি ছিল শমরীয়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু অনেক পথিক এ সহজ পথটি ছেড়ে ঘুর পথে যাতায়াত করত কারণ তারা শমরীয়গণকে ঘৃণা করত। শমরীয়গণ ছিল ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ তাই যিহুদীগণ এদের ঘৃণা করত। যীশু শমরীয়গণকে ঘৃণা করেননি। তিনি সকলকেই ভালবাসতেন। পরিত্রাণের আলো সকল জাতির কাছেই প্রেরিত হবে, এই ছিল ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা। তাই যীশু শমরীয়গণের কাছে সুসমাচার প্রচার করার উদ্দেশ্যে এই দেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন।

শুখর নামক গ্রামে এক কূপের পাশে যীশু বসেছিলেন, আর তাঁর শিষ্যগণ খাবার কিনবার জন্য বাজারে গিয়েছিলেন। এই সময়ে এক শমরীয় স্ত্রীলোক জল তুলবার জন্য এল। যীশু তার কাছে পান করবার জন্য জল চাইলেন। যীশুকে তার সাথে কথা বলতে দেখে স্ত্রীলোকটি বিস্মিত হ'ল। যীশু তাকে বললেন "তুমি যদি জানতে, ঈশ্বরের দান কি, আর কে তোমাকে বলিতেছেন, আমাকে পান করিবার জল দেও; তবে তাঁহারই নিকট তুমি যাচ্ঞা করিতে এবং তিনি তোমাকে জীবন্ত জল দিতেন।" স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, জল তুলিবার জন্য আপনার কাছে কিছুই নাই, কূপটিও গভীর; তবে সেই জীবন্ত জল কোথা হইতে পাইলেন?" ...যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, "যে কেহ এই জল পান করে, তাহার আবার পিপাসা হইবে; কিন্তু আমি যে জল দিব, তাহা যে কেহ পান করে, তাহার পিপাসা আর কখনও হইবে না বরং আমি তাহাকে যে জল দিব তাহা তাহার অন্তরে এমন জলের উনুই হইবে, যাহা অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠিবে।" যোহন ৪ : ১০-১৪

দেহের যখন জল প্রয়োজন হয় তখন আমরা তৃষ্ণা বোধ করি। দেহের যেমন জলের প্রয়োজন, আত্মারও অনুরূপ প্রয়োজন আছে। যতক্ষণ আমরা তা খুঁজে পাইনা, ততক্ষণ আমরা তৃষ্ণাজনিত অতৃপ্তিতে থাকি।

এই শমরীয়া নারী প্রেমের মধ্যে তৃপ্তি পেতে চেয়েছিল। সে পাঁচবার বিবাহ করেছিল এবং তখনও এমন লোকের সাথে বাস করছিল যে তার স্বামী নয়। তাকে দেখেই যীশু তার বিষয়ে সমস্তই

জানতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন যে স্ত্রীলোকটি কিছুতেই সুখী হতে পারবে না যতক্ষণ না তার পাপ সমূহ ক্ষমা করা হয়। তাই তিনি তাকে তার পাপের কথা বললেন। স্ত্রীলোকটি যীশুর কথা মেনে নিয়েছিল।

শমরীয়া নারী উপলব্ধি করেছিল যে যীশু ঈশ্বরের লোক, মহান ভাববাদী। যীশু যে তাকে সাহায্য করতে পারেন এ বিষয়ে সে নিশ্চিত হয়েছিল। তাই কিভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করতে হয় সে যীশুর কাছে জানতে চেয়েছিল। যীশুর উত্তরটি আপনিও মনে রাখুন :—

"ঈশ্বর আত্মা, আর যাহারা তাঁহার ভজনা করে, তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করিতে হইবে।"

যীশুই যে মশীহ্ ছিলেন একথা তিনি স্ত্রীলোকটিকেও জানিয়েছিলেন। মুক্তিদাতার দেখা পেয়ে নারী কতই না সুখী হয়েছিল। সেই থেকেই তার জীবনে এসেছিল আমূল পরিবর্ত্তন। সে দৌড়ে গিয়েছিল প্রতিবেশীদের এ সুখবর দিতে যে সে মশীহের দেখা পেয়েছে, কারণ তাদেরও জীবন্ত জলের প্রয়োজন ছিল। "তখন আরও অনেক লোক তাঁহার বাক্য প্রযুক্ত বিশ্বাস করিল; আর তাহারা স্ত্রীলোককে কহিল, এখন যে আমরা বিশ্বাস করিতেছি, সে আর তোমার কথা প্রযুক্ত নয়, কেননা আমরা আপনারা শুনিয়াছি ও জানিতে পারিয়াছি যে ইনি সত্যই জগতের ত্রাণকর্ত্তা।"

যোহন ৪ : ৪১-৪২

জগতের কোটী কোটী মানুষ ভালবাসায়, যৌন জীবনে, মদ্যে, শিক্ষায়, ক্ষমতায়, ধর্মে, সৎকর্মে, এমনকি মৃত্যুতে তৃপ্তি পেতে চায়। কিন্তু এগুলির কোনটি প্রকৃতই মানুষকে সুখী ও তৃপ্ত করতে পারে না। কেবল যীশুই পারেন আপনার তৃষ্ণা মিটাতে।

প্রার্থনা

"সৃষ্টিকর্ত্তা প্রেমময় ঈশ্বর! তুমি জান আমার তৃষিত আত্মা কি চায়। দয়া করে আমার পাপ সকল তুমি ক্ষমা কর। আমাকে সেই জীবন্ত জল দাও যেন আমার তৃষিত আত্মা তা পান করে পরিতৃপ্ত হয়। সত্যে ও আত্মায় তোমার ভজনা করতে আমাকে শিখাও। আমাকে সাহায্য কর যেন আমি যীশুর প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করি, যেন বুঝতে ও বিশ্বাস করতে পারি যে তিনিই জগতের ত্রাণকর্ত্তা।

ধনী যুবককে দত্ত যীশুর শিক্ষা

একবার এক ধনী যুবক হন্তদন্ত হয়ে যীশুর কাছে এল। সে নতজানু হয়ে যীশুকে জিজ্ঞাসা করল "হে সদ্‌গুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবার জন্য আমি কি করিব?" যুবকটি চেষ্টা করছিল যেন ভাল জীবন যাপন করে স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে স্থান পাওয়া যায়। সে কখনও কাউকে হত্যা করেনি, ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হয়নি। সে চুরি করেনি, মিথ্যা কথা বলেনি বা প্রতারণা করেনি। পিতা-মাতাকেও সে সমাদর করত।

এই রকম সৎলোক সে ছিল, তবুও একটি জিনিসের অভাব ছিল তার। স্বর্গে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সৎ কাউকে এ জগতে খুঁজে পাওয়া যায় না। তার পাপ ছিল স্বার্থপরতা। সে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিধানের জন্য যতটা সচেষ্ট ছিল অন্যের জন্য ততটা ছিল না। ঈশ্বর অপেক্ষা অর্থকে সে অধিক প্রেম করত। তাই তারও শমরীয়া নারীর মতই মুক্তি পাওয়ার দরকার ছিল। প্রকৃত সুখ ও অনন্ত জীবন পেতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকে স্থান দিতে হবে আমাদের জীবনে।

"যীশু তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে ভালবাসিলেন এবং কহিলেন, এক বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে, যাও, তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় কর, আর দরিদ্রদিগকে দান কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে ; আর আইস ; আমার পশ্চাদগামী হও।"

মার্ক ১০ ঃ ২১

যে অনন্ত জীবন সন্ধানে যুবকটি যীশুর কাছে এসেছিল, যীশু তাকে তা দিতে পারতেন। কিন্তু হতভাগ্য যুবকটি তা না নিয়েই ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরে গিয়েছিল। সে স্বর্গের ধন পাওয়ার চেয়ে জগতেই ধন পেতে আকাঙ্খা করেছিল।

✪✪✪

৩। যীশু ভাববাদী ও রাজা

মোশীর সদৃশ ভাববাদী

মোশী এক মহান নেতা ও ভাববাদী ছিলেন। ইস্রায়েল জাতিকে তিনি মিস্রীয়দের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তাদের ঐশ্বরিক বিধিকলাপ শিক্ষা দিয়েছিলেন। ঈশ্বর মোশীকে জানিয়েছিলেন যে কালের পূর্ণতায় মোশীহ জগতে এসে তাঁর ঈশ্বরের আজ্ঞা মানুষকে জানাবেন। তিনি মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবেন। তিনি তাদের জীবনের রাজা হবেন ও জীবন ধারণের জন্য নতুন নিয়ম তাদের দেবেন।

"আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে বাক্য দিব ; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব।" দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ ঃ ১৮, ১৯। বহু বৎসর যাবত মোশীকে দত্ত ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে ইস্রায়েল জাতির বিচার করা হয়েছিল। মোশী লিখেছিলেন যে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হবে মসীহ জগতে আসার পর। তখন থেকে মশীহের বাক্যানুসারে মানুষ বিচারিত হবে। তাই আজকের মানুষ আমরা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে চাই তখন যীশুর বাণী পড়ি কারণ তাই হ'ল মশীহের বিধি।

সুখী হবে কে ? ঃ

পর্বতে দত্ত উপদেশে যীশু তাঁর অনুগামীদের প্রকৃত অনুশাসনের বিশেষ উল্লেখ করেছেন। এই বাণীগুলিকে "পর্বতে দত্ত উপদেশ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এতে তিনি ঈশ্বরের দেওয়া বিষয় উল্লেখ করেছেন—জগতের সুখ নয়। "ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাদেরই। ধন্য যাহারা শোক করে, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। ধন্য যাহারা মৃদুশীল, কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে। ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে।"

ধন্য যাহারা দয়াশীল, কারণ তাহারা দয়া পাইবে। ধন্য যাহারা নির্মলান্তঃকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।

ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।

ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য গড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাহাদেরই।

ধন্য তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার মন্দ কথা বলে। আনন্দ করিও, উল্লাসিত হইও, কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর, কারণ তোমাদের পূর্ব্বে যে ভাববাদীগণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাহারা সেই মত তাড়না করিত। মথি ৫ ঃ ৩-১২

কি করা উচিত ও কি করা উচিত নয় এ সম্পর্কে বহু বিধি ঈশ্বর মোশী দ্বারা মানুষকে দিয়েছিলেন। এগুলির পরিবর্ত্তন হয় নি।

কিন্তু যীশুর দেওয়া বিধি ঐ আগের বিধিগুলির চেয়ে বহুগুণ বেশী কার্য্যকারী। মোশী মানুষকে শিখিয়েছিলেন কি করতে হবে সে বিষয়ে আর যীশু শিখিয়েছিলেন কি করতে হবে সে বিষয়ে। আমাদের হতে হবে লবণের মত। আমাদের জীবন থেকে চমৎকার স্বাদ ও গন্ধ বেরিয়ে আসবে অপরকে স্বাদযুক্ত ও সুগন্ধি করার জন্য। তাছাড়া আমরা হব জীবনের জ্যোতি স্বরূপ যেন অন্যে আমাদের জীবন থেকে আলো পায় ও পথ দেখতে পায়।

"তোমরা পৃথিবীর লবণ ....."

"তোমরা জগতের দীপ্তি "

"তদ্রূপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে।" মথি ৫ ঃ ১৩-১৬

যোশীর দত্ত বিধি দ্বারা মানুষ অপরের কাজের বিচার করতে পারে। কিন্তু যীশুর দেওয়া বিধিতে মানুষ তার নিজের কাজের বিচার করতে পারে। একজন মানুষ হয়ত খুব সতর্ক থাকে পাছে সে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে ফেলে কিন্তু তবুও সে হৃদয়ের গভীরে পাপ করতে পারে। পাপপূর্ণ চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা থেকেই পাপের বহিঃপ্রকাশ হয়। যীশু বলেন মানুষকে প্রথমতঃ তার অন্তঃকরণ পবিত্র করতে হবে নতুবা নিষ্পাপ জীবন যাপন করা আদৌ সম্ভব নয়।

"মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদি গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি, আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।" মথি ৫ ঃ ১৭

"তোমরা শুনিয়াছ, পূর্ব্বকালীয় লোকদের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, 'তুমি নরহত্যা করিও না', আর 'যে নরহত্যা করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে।' কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি···যে কেহ আপন ভ্রাতাকে বলে 'রে নির্বোধ।' সে মহাসভার দায়ে পড়িবে। আর কেহ বলে 'রে মূঢ়।' সে অগ্নিময় নরকের দায়ে পড়িবে।"

মথি ৫ : ২১, ২২

"তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, তুমি ব্যভিচার করিও না। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল।" মথি ৫ : ২৭, ২৮

যীশুর রাজ্যের প্রধান বিধি হ'ল প্রেমের বিধি। এই প্রেম দুই ভাবে প্রকাশিত। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও সহমানবের প্রতি প্রেম।

"এক জন ব্যবস্থাবেত্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল গুরু ব্যবস্থার মধ্যে কোন্ আজ্ঞা মহৎ?" তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে। এই মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য; "তোমার প্রতিবেসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।" এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদী গ্রন্থও ঝুলিতেছে। মথি ২২ : ৩৫-৪০

"তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, "তোমার প্রতিবেশীকে প্রেম করিবে" এবং "তোমার শত্রুকে দ্বেষ করিবে।" কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম

করিও এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও, যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও, কারণ তিনি ভালমন্দ লোকদের উপর আপনার সূর্য্য উদিত করেন এবং ধার্মিক অধার্মিকগণের উপর জল বর্ষাণ।" মথি ৫ ঃ ৪৩-৪৫

যীশুর বিধি পালন

যীশু বলেন যে মানুষের আত্মিক জীবন যীশুর আজ্ঞা পালন করার উপর নির্ভর করে। এটাই হ'ল সুখী জীবনের গুঢ় রহস্য, শুধু ইহকালে নয় কিন্তু পরকালেও। "আর তোমরা কেন আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলিয়া ডাক, অথচ আমি যাহা যাহা বলি, তাহা যে কেহ আমার নিকটে আসিয়া আমার বাক্য শুনিয়া পালন করে, কর না?"

"সে এমন এক ব্যক্তির তুল্য, যে গৃহ নির্মাণ করিতে গিয়া খনন করিল, খুঁড়িয়া গভীর করিল ও পাষাণের উপরে ভিত্তিমূল স্থাপন করিল, পরে বন্যা আসিলে সেই গৃহে জলস্রোত বেগে বহিল, কিন্তু তাহা হেলাইতে পারিল না, কারণ তাহা উত্তম রূপে নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু যে শুনিয়া পালন করে না, সে এমন ব্যক্তির তুল্য, যে মৃত্তিকার উপরে বিনা ভিত্তিমূলে গৃহ নির্মাণ করিল; পরে জলস্রোত বেগে বহিয়া সেই গৃহে লাগিল, আর অমনি তাহা পড়িয়া গেল এবং সেই গৃহের ভঙ্গ ঘোরতর হইল।" লূক ৬ ঃ ৪৬-৪৯

যীশুর আজ্ঞা পালনের একমাত্র অসুবিধা এই যে মানুষ নিজের চেষ্টায় তা করতে পারে না। আমাদের জন্মই হয়েছে পাপে, হৃদয় আমাদের পাপে মসীলিপ্ত। স্বার্থপরতা ও সৎবিদ্বেষ আমাদের ঐশ্বরিক মানবতানুসারে জীবন যাপন করতে দেয় না; আমরা কি করব?

এই কথার উত্তর যীশু নীকদীমকে দিয়েছিলেন আমাদেরকে পরিবর্ত্তিত করে তিনি তাঁর আজ্ঞা পালনে আমাদের সাহায্য করবেন। পবিত্র আত্মাও এ বিষয়ে আমাদের সহায়তা করবেন। এই পরিবর্ত্তনকে যীশু নতুন জন্ম নামে অভিহিত করেছেন। নতুন জন্ম পাবার পর আমরা ঈশ্বরের সন্তান হই ও নতুন প্রকৃতি পাই।

জগতের লক্ষ লক্ষ নরনারী নতুন জন্ম পেয়ে নিজেদের জীবনে এই অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁরা এক অত্যাশ্চর্য্য নতুন জীবন পেয়েছেন যা যীশুর জগতের জীবনের সমপর্য্যায়ভুক্ত। তাঁরা এখন স্বর্গে, সুন্দর ও সুখের রাজ্যে স্থান পাবার জন্য প্রতীক্ষারত।

প্রার্থনা

"প্রেমময় ঈশ্বর, আমি চাই না যে আমার জীবন পাপ প্রযুক্ত ধ্বংস হয়ে যায়। তুমি কৃপা করে আমার জীবনের সকল মন্দতা দূর করে দাও। আমাকে নতুন সৃষ্টির ও তোমার স্বর্গীয় প্রেম আমার অন্তরে অবস্থিতি করাও। যীশুর শিক্ষার উপর আমি যেন নিজ জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এজন্য আমায় সাহায্য কর। আমাকে তোমার সন্তান হবার অধিকার দাও। আমেন।"

৪। যীশু ক্ষমা করতে শিখান

পিতা পুত্রকে ক্ষমা করেন

যীশু একটি গল্প বলেন ঃ—

ছোট ছোট দৃষ্টান্তের সাহায্যে যীশু আত্মিক সত্যসমূহ শিক্ষা দিতেন। এমনি একটি দৃষ্টান্ত ঃ—

আর তিনি কহিলেন, এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল ; তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ আপন পিতাকে কহিল, পিতঃ, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে, তাহা আমাকে দাও। তাহাতে তিনি তাহাদের মধ্যে ধন বিভাগ করিয়া দিলেন। অল্পদিন পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত একত্র করিয়া লইয়া দূরদেশে চলিয়া গেল, আর তথায় সে অনাচারে নিজ সম্পত্তি উড়াইয়া দিল। সে সমস্ত ব্যয় করিয়া ফেলিলে পর সেই দেশে ভারী আকাল হইল, তাহাতে সে কষ্টে পড়িতে লাগিল।

তখন সে গিয়া সেই দেশের একজন গৃহস্থের আশ্রয় লইল। আর সে তাহাকে শূকর চরাইবার জন্য আপনার মাঠে পাঠাইয়া দিল। তখন শূকরে যে শুঁটি খাইত, তাহা দিয়া সে উদর পূর্ণ করিতে বাঞ্ছা করিত, আর কেহই তাহাকে দিত না। কিন্তু চেতনা পাইলে সে বলিল, আমার পিতার কত মজুর বেশী বেশী খাদ্য পাইতেছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইব, তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি ; আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই ; তোমার একজন মজুরের মত আমাকে রাখ। পরে সে উঠিয়া আপন পিতার নিকটে আসিল।

সে দূরে থাকিতেই তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইলেন ও করুণাবিষ্ট হইলেন, আর দৌড়িয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে থাকিলেন। তখন পুত্র তাঁহাকে কহিল, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, আমি আর তোমার নামের যোগ্য নই।

কিন্তু পিতা আপন দাসদিগকে বলিলেন, শীঘ্র করিয়া সব থেকে ভাল কাপড়খানি আন, আর ইহাকে পরাইয়া দেও এবং ইহার হাতে অঙ্গুরী দেও ও পায়ে জুতা দেও ; আর হাষ্টপুষ্ট বাছুরটি আনিয়া মার ; আমরা ভোজন করিয়া আমোদ প্রমোদ করি, কারণ আমার এই পুত্র মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল, হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল। তাহারা আমোদ প্রমোদ করতে লাগিল।

তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে ছিল, পরে সে আসিতে আসিতে যখন বাটীর নিকটে পৌঁছিল তখন বাদ্য ও নৃত্যের শব্দ শুনিতে পাইল। আর সে একজন দাসকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল এ সকল কি ? সে তাহাকে বলিল, তোমার ভাই আসিয়াছে এবং তোমার বাবা হাষ্টপুষ্ট বাছুরটি মারিয়াছেন, কেননা তিনি তাহাকে সুস্থ পাইয়াছেন। তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, ভিতরে যাইতে চাহিল ; তখন তাহার পিতা বাহিরে আসিয়া তাহাকে সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উত্তর করিয়া পিতাকে কহিল, দেখ, এত বৎসর আমি তোমার সেবা করিয়া আসিয়াছি, কখনও তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই, তথাপি আমাকে কখনও একটি ছাগ বৎস দাও নাই, যেন আমি নিজ মিত্রগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারি, কিন্তু তোমার এই যে পুত্র বেশ্যাদের সঙ্গে তোমার ধন খাইয়া ফেলিয়াছে,

সে যখন আসিল, তাহারই জন্য হাষ্টপুষ্ট বাছুরটি মারিলে। তিনি তাহাকে বলিলেন, বৎস, তুমি সর্বদাই আমার সঙ্গে আছ, আর যাহা যাহা আমার সকলই তোমার। কিন্তু আমাদের আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ করা উচিত হইয়াছে, কারণ তোমার এই ভাই মরিয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল। লূক ১৫ : ১১-৩২

দৃষ্টান্তটির তাৎপর্য্য ঃ

তখনকার দিনে উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি ভাগ করে দেবার দুই প্রকার রীতি ছিল। বেঁচে থাকতেই সম্পত্তির মালিক উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিতেন ; অথবা তিনি উইলের মাধ্যমে নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করে যেতেন। ছোট ছেলে বাড়ীর বাইরে গিয়ে নিজ ইচ্ছামত জীবন উপভোগ করতে চেয়েছিল। সে পিতার বা দাদার কথা শোনার চেয়ে বরং বন্ধুবান্ধবের কথা শোনাকে বেশী পছন্দ করেছিল। তাই সে চাওয়াতে তার পিতা সম্পত্তির মধ্যে তার যে অংশ ছিল সেটুকু তাকে দিয়ে দিলেন এবং তাই নিয়ে সে বাড়ী ছেড়ে দূর দেশে চলে গেল।

যতদিন তার কাছে অর্থ ছিল, ততদিন তার বন্ধুর অভাব ছিল না ; কিন্তু অর্থ শেষ হ'লে তার সাহায্যের জন্য একটিও বন্ধু পাওয়া গেল না। শেষে অর্দ্ধাহার ও অনাহারে তার বিবেক বুদ্ধি ফিরে এল। সে বুঝতে পারল, কত বড় ভুল করেছে। নিজ পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সে বাড়ী ফিরে গেল। সেখানে বাবার কাছে তার অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইল। সে আশা করেছিল যে তার বাবা তাকে অন্ততঃ একজন মজুরের পদে বহাল করবেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য। তার বাবা তাকে ক্ষমা করলেন ও আবার পুত্র পদে বরণ করলেন। বাবার স্নেহ একদা সে দুপায়ে মাড়িয়ে গিয়েছিল, তার প্রতি বাবা কিন্তু বিরূপ হননি।

দৃষ্টান্তটিতে পিতা আমাদের স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। দুই পুত্র দুই ধরণের হারানো মানুষের রূপ। কনিষ্ঠ পুত্র অনুতপ্ত পাপীর রূপ, যে স্বর্গস্থ পিতার কাছে ক্ষমা পাবার জন্য ফিরে আসে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র গর্বিত। সে তার নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করে ও কনিষ্ঠকে ঘৃণা করে। সে বলে যে, সে পিতার সেবা করে কিন্তু তার অশিষ্ট উক্তি থেকে বোঝা যায় যে পিতার প্রতি যথার্থ ভালবাসা তার নাই। অন্তরে সে পিতার কাছ থেকে কনিষ্ঠ ভাইয়ের মতই দূরবর্ত্তী। এই পুত্র গর্বিত পাপীর রূপ। এরা উপলব্ধি করেনা যে এরাও পাপী এবং এদের জন্যও ঐশ্বরিক ক্ষমার প্রয়োজন আছে। গর্ব, সমালোচক মন, ক্ষমাহীন হৃদয় দূরবর্ত্তী অবাধ্য পুত্র অপেক্ষাও তাকে অধিক অপরাধী করেছিল।

স্বর্গীয় পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে সবাই আমরা পাপ করেছি। ঈশ্বরের পরমাশ্চর্য্য স্বর্গ রাজ্যে আমরা নিজেদের স্থান হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তবুও তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন যেন আমরা নিজ নিজ পাপ থেকে ফিরে তাঁর কাছে উপস্থিত হই ক্ষমা পাবার জন্য।

"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন।" রোমীয় ৬ : ২৩

আমাদের ক্ষমা করা কর্ত্তব্য

যীশু বলেন যে, যদি আমরা তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা পেতে চাই তবে আমাদেরও উচিত তাদের ক্ষমা করা যারা আমাদের নিকট

অপরাধ করে। বিদ্বেষ একটি ভয়ানক পাপ এবং এর থেকে অন্যান্য অনেক পাপ মানুষের জীবনে প্রবেশ করে। এই বিদ্বেষ থেকে তিক্ততা, সমালোচনা, ঘৃণা, বিবাদ এমনকি নরহত্যা পর্য্যন্ত সংঘটিত হ'তে পারে। যতদিন আমরা পাপের মধ্যে বাস করি; আমরা ক্ষমা পেতে পারি না। পাপ পরিত্যাগ করা আমাদের আশু কর্ত্তব্য; সাথে সাথে অপরকে ক্ষমা করতে হবে। এইভাবে আমরা জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে পারি। যীশু বলেন :—

"কিন্তু তোমরা যদি লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করিবেন না।" মথি ৬ : ১৫

আপনার করণীয়

৮। কেউ কি আপনার প্রতি অন্যায় করেছে? ঈশ্বরকে বলুন যেন তাকে ক্ষমা করতে ও তার অপরাধের ক্ষমা ভুলে যেতে তিনি আপনাকে শক্তি দেন।

যীশু পাপীকে ক্ষমা করেন

দুইটি প্রধান কারণে যীশু জগতে এসেছিলেন :—

১। মানুষকে ঈশ্বর ও তাঁর প্রেম সম্পর্কে অবহিত করতে।

২। মানুষের পাপের দায় নিজ শিরে নিয়ে তার পরিবর্ত্তে হত হ'তে যেন মানুষ পাপের ক্ষমা ও অনন্ত জীবন পায়।

যীশু পাপ ক্ষমা করতেই এসেছিলেন আর তার জন্য ক্রুশে হত তাঁকে হতে হবে ঈশ্বরের বিধান অনুসারে, তাই যীশুর অধিকার

ছিল যে ক্ষমাপ্রার্থী কাউকে তিনি ক্ষমা করেন। বহু পাপীকে ক্ষমা করে তাদের জীবন তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে একজনের নাম এখানে করলাম। সেই অনুতপ্ত স্ত্রীলোকটি যে যীশুর প্রচার শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং যীশুর প্রতি নিজ অনুরাগ দেখাতে চেয়েছিল।

এক রাত্রে যীশু শিষ্যদের সাথে শীমনের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করছিলেন এমন সময়ে স্ত্রীলোকটি সেখানে উপস্থিত হ'ল। তারপর হঠাৎ সে এক অভাবনীয় কাণ্ড করে বসল। যীশুর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে সে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। তার অশ্রুধারায় যীশুর দুই পা সিক্ত হতে লাগল। এতে শীমন বিরক্ত হয়েছিল কারণ সে চায়নি যে একজন পাপিষ্ঠা স্ত্রী যীশুর পদ স্পর্শ করে। যীশু শীমনকে বলেছিলেন, এক মহাজনের দুই ঋণী ছিল; একজন ধারিত পাঁচশত সিকি; আর একজন পঞ্চাশ। তাহাদের পরিশোধ করিবার সঙ্গতি না থাকাতে তিনি উভয়কেই ক্ষমা করিলেন। ভাল, তাহাদের মধ্যে কে তাঁহাকে অধিক প্রেম করিবে? শীমন উত্তর করিল, আমার বোধ হয়, যাহার অধিক ঋণ ক্ষমা করিলেন সেই। তিনি তাহাকে কহিলেন, যথার্থ বিচার করিলে। আর তিনি সেই স্ত্রীলোকের দিকে ফিরিয়া শীমনকে কহিলেন, এই স্ত্রীলোকটিকে দেখিতেছ? আমি তোমার বাটিতে প্রবেশ করিলাম, তুমি আমার পা ধুইবার জল দিলেনা, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি চক্ষের জলে আমার চরণ ভিজাইয়াছে ও নিজের চুল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিয়াছে।..... এই জন্য, তোমাকে কহিতেছি, ইহার যে বহু পাপ, তাহার ক্ষমা হইয়াছে; কেননা এ অধিক প্রেম করিল; কিন্তু যাহাকে অল্প ক্ষমা

করা যায়, সে অল্প প্রেম করে। পরে তিনি সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইয়াছে। তখন যাহারা তাঁহার সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল, তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিল এ কে যে পাপ ক্ষমাও করে? কিন্তু তিনি সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ করিয়াছে; শান্তিতে প্রস্থান কর।

লূক ৭ঃ ৪১-৫০

যীশুর কাছে ক্ষমা পেয়ে স্ত্রীলোকটি নিশ্চয় খুবই খুশী হয়েছিল। ফরিশী ও অন্যান্য মান্যগণ্য ব্যক্তিরাও এই আনন্দ পেতে পারত, কিন্তু তারা মেনে নিতে চায়নি যে তারাও পাপী। নিজ নিজ সৎ-কর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে তারা গর্ভবোধ করত।

ফরিশীরা প্রশ্ন করেছিল, "এ কে যে পাপ ক্ষমাও করে?" ইনি ঈষা-তনয়, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। যারা আজও তাঁর শরণাপন্ন হয় তাদের তিনি ক্ষমা করেন। যখন আমরা তাঁর চরণে যাই, যখন বলি, "প্রভু আমরা পাপ করেছি, আমরা নিজ নিজ পাপের দরুন মর্মাহত হচ্ছি, আমরা তোমার ক্ষমা পেতে চাই, পাপময় জীবন পরিত্যাগ করতে চাই" তখন অন্তরে প্রভুর করুণাঝরা বাণী শুনি, "বৎস, তোমার পাপ সকল ক্ষমা করেছি, তোমার বিশ্বাস তোমায় পরিত্রাণ দান করেছে, শান্তিতে যাও।" যীশুর ক্ষমা আমাদের জীবনে নিয়ে আসে আনন্দ, শান্তি ও অনন্ত জীবন।

অথবা আমরা ফরিশীদের মত নিজের সাথে প্রবঞ্চনা করতে পারি যে আমরা পাপ করিনি। যতদিন আমরা তা করব ততদিন পাপের ক্ষমা পাওয়া আমাদের কাছ থেকে বহুদূরে থেকে যাবে।

কিন্তু যদি বাঁচতেই আমাদের ইচ্ছা থাকে তবে পাপ স্বীকার ক'রে যীশুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। কারণ অনন্ত জীবন পাবার আগে পাপের ক্ষমা পেতেই হবে।

আপনার করণীয়

৯। যীশুর কথা মনে রাখুন ঃ—
"তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইয়াছে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ করিয়াছে, শান্তিতে প্রস্থান কর।"

১০। যীশু কি আপনার পাপ ক্ষমা করেছেন ?
সেজন্য যীশুর গৌরব করুন। চিন্তা করুন, যীশুর প্রতি আমার প্রেম ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমি কি করছি ?

৫। যীশু আমাদের পরিবর্ত্তে মরিলেন

যীশুর বিরুদ্ধে পটভূমিকা

প্রধান ধর্মযাজকগণ যীশুকে সহ্য করতে পারত না, কারণ যীশু তাদের পাপের কথা প্রকাশ করে দিতেন। এরা যীশুর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল, কারণ বহু লোক যীশুর অনুসরণ করত। যীশু অনেক রোগী সুস্থ করেছিলেন, এমনকি কয়েকজন মৃতব্যক্তিকে প্রাণদান করেছিলেন; মসীহ সম্পর্কিত শাস্ত্রোল্লিখিত ভাববাণীসমূহ যীশুর জীবনে পূর্ণ হয়েছিল। এত সব সত্বেও ধর্মীয় নেতারা যীশুকে বিশ্বাস করেনি। বরং তারা যীশুকে বধ করার সিদ্ধান্ত করল এই অভিযোগে যে যীশু একজন বিদ্রোহী। তারা কিন্তু দিনমানে যীশুকে ধরতে সাহস পেল না, পাছে জনগণ ক্রুদ্ধ হয় তাই ঈষ্করোতীয় যিহুদাকে তারা প্ররোচিত করল যেন সে রাত্রে যীশুকে ধরবার জন্য তাদের সাহায্য করে।

নিস্তার পর্ব

ঈশ্বর একদা যীহুদী জাতিকে মিশ্রীয়দের দাস্যকর্ম থেকে মোশীর সাহায্যে মুক্ত করেছিলেন। এই ঘটনা স্মরণার্থ নিস্তার পর্ব পালন করার জন্য ঈশ্বর তাদের নির্দ্দেশ দেন। প্রতি বৎসর এই উৎসবে এক মেষশাবক হনন করা হ'ত পাপার্থক বলিরূপে; যীশুর আসন্ন মৃত্যুর এ ছিল একটি ইঙ্গিত। যোহন অবগাহক যীশুকে "ঈশ্বরের মেষশাবক" বলে চিহ্নিত করেছেন যিনি জগতের পাপভার বহন করেন। এজন্য আমাদের পাপভার নিজে বহন করে আমাদের স্থানে যীশুকে

হত হ'তে হয়েছিল। নিস্তার পর্ব্বের ভোজ খাওয়ার পর যীশুকে যিহুদা ধরিয়ে দিয়েছিল।

গেৎসিমানী বনে যীশু

যীশু প্রার্থনা করেন ঃ—

যীশু জানতেন যে যিহুদা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে। তিনি আগে থেকে সাবধান হয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু আমাদের পাপ নিয়ে আমাদের স্থানে মরবার জন্যই তিনি জগতে এসেছিলেন। শিষ্যগণকে তিনি আগেই বলেছিলেন যে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে এবং তৃতীয় দিনে মৃত্যুকে জয় করে তিনি পুনরুত্থান করবেন। ভোজের পর তিনি শিষ্যগণকে সাথে নিয়ে গেৎসিমানী বনে প্রার্থনা করার জন্য গেলেন। এখানে তাঁরা প্রায়ই প্রার্থনা করতে আসতেন।

"পরে তাঁহারা গেৎসিমানী নামক এক স্থানে আসিলেন ; আর তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি যতক্ষণ প্রার্থনা করি, তোমরা এখানে বসিয়া থাক। পরে তিনি পিতর যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন ও উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্য্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়াছে, তোমরা এখানে থাক, আর জাগিয়া থাক। পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং এই প্রার্থনা করিলেন, যদি হইতে পারে, তবে যেন সেই সময় তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যায়। তিনি কহিলেন, আব্বা, পিতঃ সকলই তোমার মধ্যে, আমার নিকট হইতে এই পানপাত্র দূর কর ; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক।" মার্ক ১৪ ঃ ৩২-৩৬

অপাপবিদ্ধ যীশুর পক্ষে সদুদয় জগতের পাপভার বহন করা সহজ ছিল না। কিন্তু তবুও তিনি আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। আমাদের অনন্ত জীবন দেবার অন্য কোন উপায় না থাকাতে আমাদের জন্য তাঁকে মরতে হয়।

যীশু ধৃত হন ঃ—প্রার্থনাকালে স্বর্গদূতগণ যীশুকে সান্ত্বনা ও সাহায্য দেবার জন্য এসেছিলেন। সে সময় যীশুর শিষ্যগণ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শেষে যীশুই তাঁদের জাগিয়ে এই কথা জানিয়ে দিলেন যে নিরূপিত সময় এসেছে। একদল লোক যীশুকে ধরবার জন্য যিহুদার নেতৃত্বে এসেছিল।

"আর তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান যাজকগণ, ধর্মধামের সেনাপতিগণ ও প্রাচীনবর্গ আসিয়াছিল, যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, লোকে যেমন দস্যুর বিরুদ্ধে যায়, তেমনি খড়্গ ও লাঠি লইয়া তোমরা কি আসিলে? আমি যখন ধর্মধামে প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তখন আমার বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার কর নাই; কিন্তু এই তোমাদের সময় ও অন্ধকারের অধিকার। পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল এবং মহাযাজকের বাটীতে আনিল।" লূক ২২ ঃ ৫২-৫৪

"আর প্রভাতেই প্রাচীনবর্গ ও অধ্যাপকদের সঙ্গে প্রধান যাজকগণ ও সমস্ত মহাসভা মন্ত্রণা করিয়া যীশুকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া পীলাতের নিকট সমর্পণ করিল।" মার্ক ১৫ ঃ ১

"আর তাহারা তাঁহার উপরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা দেখিতে পাইলাম যে, এ ব্যক্তি আমাদের জাতিকে বিগড়িয়া দেয়, কৈসরকে রাজস্ব দিতে বারণ করে, আর বলে যে, আমিই খ্রীষ্ট

রাজা। তখন পীলাত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি যিহুদীদের রাজা? তিনি তাঁহাকে উত্তর করিয়া কহিলেন, তুমিই বলিলে।" লূক ২৩ : ২, ৩

"যীশু উত্তর করিলেন, আমার রাজ্য এ জগতের নয়; যদি আমার রাজ্য এ জগতের হইত, তবে আমার অনুচরেরা প্রাণপণ করিত, যেন আমি যিহুদীর হস্তে সমর্পিত না হই···ইহা বলিয়া তিনি আবার যিহুদীদের কাছে গেলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, আমি ত ইহার কোনই দোষ পাইতেছি না। কিন্তু তোমাদের এমন এক রীতি আছে যে, আমি নিস্তার পর্ব্বের সময়ে তোমাদের জন্য এক ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিই; ভাল, তোমরা কি ইচ্ছা কর যে, আমি তোমাদের জন্য যিহুদীদের রাজাকে ছাড়িয়া দিব? তাহারা আবার চেঁচাইয়া কহিল, ইহাকে নয়, কিন্তু বারাব্বাকে। সেই বারাব্বা দস্যু ছিল।"
যোহন ১৮ : ৩৬-৪০

পীলাত ভাল করেই জানতেন যে প্রধান যাজকেরা ঈর্ষার বশবর্তী হ'য়ে যীশুকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিল। এই যাজকরাই জনতাকে উত্তেজিত করেছিল যীশুর বিরুদ্ধে। যীশুর বদলে বারাব্বার মুক্তি দাবী করতে এরাই জনতাকে মন্ত্রণা দিয়েছিল।

পরে পীলাত আবার উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তবে তোমরা যাহাকে যিহুদীদের রাজা বল, তাহাকে কি করিব? তাহারা পুনর্ব্বার চীৎকার করিয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দাও। পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন, কেন? এ কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা অতিশয় চেঁচাইয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দাও। তখন পীলাত

লোকসমূহকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে তাহাদের জন্য বারাব্বাকে মুক্ত করিলেন এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করিলেন। মার্ক ১৫ ঃ ১২-১৫

ক্রুশারোপণ ঃ—যীশুকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল তখন শত্রুরা তাঁর উপর মিথ্যা দোষারোপ করছিল। সৈন্যগণ তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল, তাঁর মুখে থুথু দিয়েছিল ও বেত্রাঘাত করেছিল। অপর দুই দুষ্কৃতকারীর সাথে তারা যীশুকে পথে পথে নিয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে যীশু নিজেই সেই দুর্ব্বহ ক্রুশটি বহন করেছিলেন। অবশেষে কালভেরী পাহাড়ে তারা যীশুর হাত-পা ক্রুশের সাথে পেরেক দিয়ে গেঁথে দিল এবং ক্রুশটিকে বিদ্রূপকারী জনতার সমক্ষে সোজা করে রাখল। যীশু ঝুলে থাকলেন দুর্ব্বিসহ যাতনার মাঝে। ইনিই ঈশ-তনয় আর যারা তাঁকে মারছিল তাদের জন্যই তিনি মরছিলেন। সেই পাপীদের অনন্ত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য যীশু যন্ত্রণাময় ক্রুশীয় মৃত্যু বরণ করছিলেন। স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে এনে আপনার চতুর্দিকস্থ সবকিছু এক মুহূর্তেই তিনি বিধ্বস্ত করে ফেলতে পারতেন কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁর মুখে শোনা গেল অমৃতস্বর-বাণী, "পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না।"

মানুষের পাপের জন্য মসীহের মৃত্যু সম্পর্কে ভাববাদী যিশাইয় লিখেছেন ঃ—

"কিন্তু তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে

বর্তিল এবং তাঁহার ক্ষতসকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল; আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি; আর সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন।

" তিনি উপদ্রব ও বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন
... তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন।"

আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল।

যিশাইয় ৫৩ ঃ ৫-৮

অন্যান্য ভাববাদীগণ লিখেছেন যে যীশু বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হবেন, তাঁর হাত-পা বিদ্ধ হবে, তাঁর সকল অস্থি সন্ধিচ্যুত হবে, লোকে তাঁকে বিদ্রূপ করবে, জলের বদলে তাঁকে পানার্থ সিরকা দেবে আর তাঁর পরিচ্ছদের জন্য গুলিবাঁট করবে। এ সকলই যীশুর ক্রুশারোপনের সময়ে পূর্ণ হয়েছিল। ভাববাদীগণের কথা একটিও বিফল হয় নি।

যীশুর মৃত্যু ঃ—যীশুর মৃত্যু যারা প্রত্যক্ষ করছিল তারা সকলেই যে যীশুকে বিদ্রূপ করেছিল, তা নয়। যীশুর দুই পাশের দুই দস্যুর মধ্যে একজন ঐ অবস্থায় যীশুতে বিশ্বাস করে তার সকল পাপের ক্ষমা ও অনন্ত জীবন লাভ করেছিল।

"পরে সে কহিল যীশু, আপনি যখন আপন রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন। তিনি তাহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরম দেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে।" লূক ২৩ ঃ ৪২-৪৩

"তখন বেলা অনুমান ষষ্ঠ ঘটিকা, আর নবম ঘটিকা পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল, সূর্য্যের আলো রহিল না। আর মন্দিরের তিরস্করিণী মাঝামাঝি চিরিয়া গেল। আর যীশু উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, পিতঃ তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি ; আর এই বলিয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন।"

লূক ২৩ : ৪৪-৪৬

"শতপতি এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে যীশুকে চৌকি দিতেছিল, তাহারা ভূমিকম্প ও আর যাহা যাহা ঘটিতেছিল, দেখিয়া অতিশয় ভয় পাইয়া কহিল, সত্যই, ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।" মথি ২৭ : ৫৪

আপনার করণীয়

৮। শূন্য স্থানে আপনার নাম লিখুন :—

যীশু ক্রুশে হত হয়েছিলেন .....

..... পাপের জন্য। তিনি পাপের শাস্তি নিজে গ্রহণ করেছিলেন, যেন ..... বাঁচে ও অনন্ত জীবন পায়। ঈশ্বর তোমায় ধন্যবাদ দিই যে তুমি আপন পুত্রকে জগতে পাঠিয়েছ.....

..... স্থান গ্রহণ করার জন্য।

৬। যীশু পুনরুত্থিত প্রভু

যীশুর সমাধি

নীকদীম ও আরি মাথিয়ার যোষেফ এই দুই ব্যক্তি ধর্মীয় নেতা ছিলেন। এঁরা যীশুকে বিশ্বাস করতেন ও ভালবাসতেন। পীলাতের কাছ থেকে এঁরা যীশুকে সমাহিত করার অনুমতি পান। এঁরা জানতেন যে যীশুর মৃত্যু হয়েছে কারণ কিছু আগে এক সৈনিক যীশুর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য তাঁর কুক্ষি দেশে বর্শাঘাত করাতে সেখান থেকে জল ও রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। এঁরা যীশুর দেহকে কবর বস্ত্রে জড়িয়ে এক নতুন পর্ব্বত গুহাতে সেটি রেখেছিলেন এবং গুহার প্রবেশ পথে প্রকাণ্ড একখানা পাথর রেখেছিলেন। যীশুর কথা নীকদীমের মনে ছিল যে ক্রুশে হত হবেন—উচ্চীকৃত হবেন।

"আর মোশি যেমন প্রান্তরে সেই সর্পকে উচ্চে উঠাইয়াছিলেন, সেইরূপে মনুষ্য পুত্রকেও উচ্চীকৃত হইতে হইবে। যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায় কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন; যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।" যোহন ৩ ঃ ১৪-১৬

যীশুর শত্রুদের মনে পড়ল যে তিনি বলেছিলেন, "তৃতীয় দিনে আমি আবার উঠব।" তাই তারা পীলাতকে বলে কয়ে কিছু সৈন্য এনে যীশুর কবর চৌকি দিতে বসাল যেন কেউ তাঁর দেহ চুরি করে বলতে না পারে যে যীশু পুনরুত্থান করেছেন।

যীশুর পুনর্জীবন লাভ

মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনে, রবিবার অতি প্রত্যুষে যীশু পুনরুত্থান করেছিলেন।

"বিশ্রাম দিন অবসান হইলে, সপ্তাহের প্রথম দিনের উষারম্ভে মগদলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আসিলেন। আর দেখ, মহা ভূমিকম্প হইল ; কেননা প্রভুর এক দূত স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া সেই পাথরখানা সরাইয়া দিলেন এবং তাহার উপরে বসিলেন। ··· তাঁহার ভয়ে প্রহরিগণ কাঁপিতে লাগিল ও মৃতবৎ হইয়া পড়িল। সেই দূত স্ত্রীলোক কয়টিকে কহিলেন, তোমরা ভয় করিও না, কেননা আমি জানি যে, তোমরা ক্রুশে হত যীশুর অন্বেষণ করিতেছ। তিনি এখানে নাই, কেননা তিনি উঠিয়াছেন, যেমন বলিয়াছিলেন ; আইস, প্রভু যেখানে শুইয়াছিলেন, সেই স্থান দেখ। আর শীঘ্র গিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে বল যে, তিনি মৃতদের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন। ····· তখন তাঁহারা ····· শিষ্যদিগকে সংবাদ দিবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন। আর দেখ, যীশু তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, কহিলেন, তোমাদের মঙ্গল হউক, তখন তাঁহারা নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ ধরিলেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।"

মথি ২৮ ঃ ১-৯

ঐদিন ৫ বার যীশু তাঁর বন্ধুদের দেখা দেন। তিনি বন্ধ দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকতে পারতেন ; ইচ্ছামত আবির্ভূত বা অন্তর্হিত হতে পারতেন কারণ ঐ সময়ে তিনি পরিবর্ত্তিত গৌরবময় দেহ বিশিষ্ট ছিলেন।

"সেই দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যা হইলে, শিষ্যগণ সেখানে ছিলেন, সেই স্থানের দ্বার সকল যিহুদীগণের ভয়ে রুদ্ধ ছিল ; এমন সময়ে যীশু আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক।" যোহন ২০ : ১৯

এই ঘটনায় শিষ্যগণ প্রথমে ভাবলেন যে তাঁরা ভূত দেখছেন। কিন্তু যখন তাঁরা যীশুর দেহ স্পর্শ করলেন ও যীশু যখন তাঁদের সাথে আহার করলেন, তখন তাঁরা বুঝলেন যে প্রকৃতই যীশু পুনরুত্থিত হয়েছেন। সে সময়ে থোমা নামক শিষ্য ঐ স্থানে ছিলেন না এবং পরে তিনি শিষ্যদের কথায় বিশ্বাস করতে চাইলেন না। পরের সপ্তাহে যখন তাঁরা ঐ স্থানে সকলে ছিলেন তখন যীশু আবার তাঁদের মাঝে হঠাৎ উপস্থিত হলেন।

"পরে তিনি থোমাকে কহিলেন, এদিকে তোমার অঙ্গুলি বাড়াইয়া দেও ; আমার হাত দুখানি দেখ, আর তোমার হাত বাড়াইয়া দেও, আমার কুক্ষিদেশ মধ্যে দেও ; এবং অবিশ্বাসী হইওনা, বিশ্বাসী হও। থোমা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে দেখিয়াছ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ ? ধন্য তাহারা যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিল।"

যোহন ২০ : ২৭-২৯

যীশুর এই কথাগুলি আমাদের জন্যই। তিনি যে প্রকৃতই মৃতগণের মধ্য থেকে উঠেছিলেন তা বিশ্বাস করার জন্য তাঁকে দেখবার প্রয়োজন নাই। এরও পর ৪০ দিন ধরে নানা স্থানে নানা

ভাবে তিনি শিষ্যদেরকে দেখা দিয়ে তাঁদের সাহস ও সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। সেই শিষ্যগণের লেখা থেকে—বাইবেল থেকে একথা জানা যায়। যীশুর পুনরুত্থান প্রচার করার জন্য শত্রুগণ এঁদের বেত্রাঘাত করেছিল, কারাগারে রেখেছিল। কিন্তু তবু তাঁরা প্রচার করতে ক্ষান্ত হন নি কারণ তাঁরা জানতেন যে ঘটনাটি ধ্রুব সত্য। এই ঘটনা সম্পর্কে মিথ্যা বলার চেয়ে তাঁরা মরণকে শ্রেয়স্কর বিবেচনা করতেন। তাঁরা ছিলেন যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী।

যীশুর পরিকল্পনা

যারা যীশুকে বিশ্বাস করবে তারা সকলেই অন্যের কাছে যীশুর বিষয় বলবে এই ছিল যীশুর পরিকল্পনা। তিনি বলেন—"স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর, পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর ; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও।"

মথি ২৮ ঃ ১৮-২০

যীশু জানতেন যে পবিত্র আত্মার সাহায্য ব্যতীত তাঁর শিষ্যগণ এই আদেশ যথাযথ পালন করতে পারবেন না। তাই তিনি বলেছিলেন ঃ—

"এইরূপ লিখিত আছে যে খ্রীষ্ট দুঃখ ভোগ করিবেন, এবং তৃতীয় দিনে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিবেন ; আর তাঁহার নামে পাপ মোচনার্থক মন পরিবর্তনের কথা সর্ব্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে...

তোমরাই এ সকলের সাক্ষী··· কিন্তু যে পর্য্যন্ত উর্দ্ধ হইতে শক্তি পরিহিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত তোমরা এই নগরে অবস্থিতি কর।"

লূক ২৪ ঃ ৪৬-৪৯

যীশুর স্বর্গারোহণ

"তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন,···পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তিপ্রাপ্ত হইবে ; আর তোমরা যিরূশালেমের সমুদয় যিহুদিয়া ও শমরিয়া দেশে এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে। এই কথা বলিবার পর তিনি তাঁহাদের দৃষ্টিতে উর্দ্ধে নীত হইলেন এবং একখানি মেঘ তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিল। তিনি যাইতেছেন, আর তাঁহারা আকাশের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখ ; শুক্ল বস্ত্রপরিহিত দুই পুরুষ তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইলেন ; আর তাঁহারা কহিলেন, হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন ? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে উর্দ্ধে নীত হইলেন, উহাকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন।"

প্রেরিত ১ ঃ ৭-১১

যিরূশালেমে ফিরে গিয়ে শিষ্যগণ যখন পবিত্র আত্মা পাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তখন তাঁদের আরও একটি মহৎ প্রত্যাশা ছিল ঃ—

"আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত তোমাদিগকে বলিতাম, কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য

স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব। যেন আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেখানে থাক।" যোহন ১৪ ঃ ২-৩

প্রতিজ্ঞা রক্ষক যীশু

যীশুর স্বর্গারোহণের ১০ দিন পর পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীগণের উপর নেমে আসেন। সেই দিন থেকে তাঁরা যীশুর বিষয়ে অন্যকে বলার জন্য শক্তি পরিহিত হলেন। যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার অপরাধে তাঁদের কতক জনকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল, অন্যদের নির্মমভাবে প্রহার করা হয়েছিল, তবু তাঁরা সাক্ষ্যদান থেকে একদিনের জন্যও বিরত হন নি। যিরূশালেম থেকে অবশেষে তাঁরা প্রাণরক্ষার্থে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু যেখানেই তাঁরা গিয়েছেন সেখানেই যীশু-প্রচার করেছেন। যীশু তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে আজও বিশ্বাসীগণকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করে থাকেন। যীশু তাঁর পুনরাগমন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাও অচিরেই পূর্ণ করবেন। আমরা প্রত্যাশা ও বিশ্বাস করি যে অতি শীঘ্রই তিনি আসবেন।

"কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনিসহ, প্রধান দূতের রবসহ এবং ঈশ্বরের তুরীবাদ্যসহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন। আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে। পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব, আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব।"

১ম থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৬-১৭

যদি আজই যীশু আসেন তবে তাঁর সাথে যাবার জন্য আপনি কি প্রস্তুত আছেন? যদি প্রস্তুত হ'তে চান তবে নীচের প্রার্থনাটি বলুন ঃ—

প্রার্থনা

প্রিয় যীশু! আমি তোমায় আমার মুক্তিদাতারূপে স্বীকার করছি ও আমার জীবনের প্রভু বলে গ্রহণ করছি। তুমি দয়া করে আমার পাপসকল ক্ষমা কর। আমাকে তোমার পবিত্র আত্মায় পূর্ণ কর। অন্যদের কাছে তোমার কথা বলতে তুমি আমায় সাহায্য কর। আমার মৃত্যুর পর অথবা তোমার ২য় আগমনের পর আমি যেন চিরকাল তোমার সাথে থাকতে পারি তার জন্য আমায় আজ এখনই তুমি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ কর।

তারিখ..... স্বাক্ষর.....

Highlights in the life of Christ

(Bengali)

1. Jesus—God's greatest gift
2. Jesus—The Great Teacher
3. Jesus—Prophet and King
4. Jesus teaches forgiveness
5. Jesus dies in our place
6. Jesus the risen Lord

Printed at The Assembly of God Church School—Printing Dept., Cal-16.